New Apostolic Church
India

ধন্যবাদ দিবসের ২০২৬

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

যেহেতু অক্টোবর ৪ তারিখ, রবিবার, আমরা মণ্ডলীর ধন্যবাদ দিবস পালন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, আসুন আমরা সেই একই প্রেরণাদায়ক বাক্য ধরে রেখে এই উৎসবে প্রবেশ করি, যে বাক্যটি সারা বছর যাবৎ আমাদেরকে পরিচালিত করেছে: **"ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর"**(মার্ক ৫: ৩৬)।

ভয় ও বিশ্বাসের দোলাচালের মধ্যে যায়ীর সেই কথাগুলি শুনলো। সে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় পেত, সেটাই যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, তবুও যীশু তাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখার আহ্বান জানালেন। তার পরিস্থিতি তাকে ভীত হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ যুগিয়েছিল; কিন্তু যীশু তাকে বিশ্বাস আঁকড়ে রাখার আহ্বান জানান।

হয়ত ধন্যবাদজ্ঞাপনের শুরুটা ওখানেই: আস্থার মধ্য দিয়ে।

জীবনে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদগুলি যখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা সহজ হয়। কিন্তু কৃতজ্ঞার বিষয়টি কেবল ভাল যা কিছু ঘটেছে তা সহজভাবে গণনা করার চাইতেও গভীর। এর শুরুটা হয় এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্তী হয়েছেন। যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বর আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা আমরা নিজে কখনই অর্জন বা জোগাড় করতে পারতাম না। যীশু খ্রীষ্ট ইতিমধ্যেই ক্রুশের উপর এমন কিছু সাধন করেছেন, যা আমাদের কোন বলিদানই কখনও তা করতে পারত না। ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু উৎসর্গ করার পূর্বেই তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন।

এই বিবষয়টি দান উৎসর্গ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারাকে বদলে দেয়।

আমরা ঈশ্বরের আনুকুল্য লাভের জন্য কিছু উৎসর্গ করি না। আমাদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্যও কোনকিছু উৎসর্গ করি না। আর বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। বরং, তাঁর কাছ থেকে যা'কিছু পেয়েছি সে বিষয়ে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবে স্বয়ং প্রকাশিত হওয়ার পথ খুঁজে নেয়।

এটাই ত্যাগস্বীকারের মূল কথা। ক্যাটাকিজম বলিদানকে ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁকে ধন্যবাদ জানানো, এবং নিজেদেরকে সমর্পণ করার এক উপায় হিসেবে বর্ণনা করে (তুলনা. ক্যাটাকিজম ১৩.২)। এর অর্থ ঈশ্বর আমাদেরকে যা'কিছু ন্যস্ত করেছেন তা স্বীকার করা, আর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর উদ্দেশ্যে নিজস্ব কোন কিছু উৎসর্গ করা। আমাদের আর্থিক অবদান সেই ত্যাগেরই একটি বহিঃপ্রকাশ।

পবিত্র-শাস্ত্র দীর্ঘকাল যাবৎ দান করার বিষয়টিকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করে এসেছে। ঈশ্বরের কাছে প্রথমফল উৎসর্গ করা হত এই কারণে নয় যে, এগুলিতে তাঁর প্রয়োজন ছিল, বরং তাঁর লোকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের সমস্ত আশীর্বাদ কোথা থেকে এসেছে (তুলনা- যাত্রা ২৩: ১৯)। যীশুও, দান করার বিষয়ে বলেছেন, তবে তিনি বরাবরই দানের পরিমাণের চেয়ে দাতার অন্তরের অবস্থার মাত্রার দিকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমরা সেই বিধবার ক্ষেত্রে এটি দেখতে পাই, যে দুটি ছোট মুদ্রা এনেছিল (লূক ২১: ১-৪)। তার দান সহজে হয়ত কারও নজরে পড়েনি। কিন্তু যীশু লক্ষ্য করলেন। তিনি কেবল এটাই দেখলেন না যে ঐ বিধবা কী দিয়েছিল, বরং কোন মনোভাবের সাথে সে দিয়েছিল সেটিও লক্ষ্য করলেন।

আমাদের দান ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশের একটি উপায়। ক্যাটাকিজম আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন বিশ্বাসী "আরও ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ নিজের হৃদয় উৎসর্গ করার মাধ্যমে বলিদান উপস্থিত করতে পারে"(তুলনা. ক্যাটাকিজম ১৩.২.৩)। এইভাবেই আমাদের কৃতজ্ঞতা, কেমনভাবে আমরা নিজেকে–অর্থাৎ আমাদের সময়, দক্ষতা, মনোযোগ ও আমাদের যত্ন সকল উৎসর্গ করছি, এসবের ধরণকেও গড়ে তুলতে পারে। এটি হতে পারে কোন সংগ্রামরত ব্যক্তির জন্য উৎসাহ, এমন কেউ যে একাকী তার আহারের ব্যবস্থা, পরিবারের মধ্যে ধৈর্য, এমন কোন ক্ষমাদান যা করা কঠিন ছিল, অথবা সরলভাবে অপরের প্রয়োজনে পাশে থাকার আগ্রহ।

ধন্যবাদ দিবসের ২০২৬

এগুলির কোনোটিই হয়ত আসাধারণ মনে হবে না। ছোট মুদ্রা দুটির ক্ষেত্রেও তেমনি ছিল না।

ঈশ্বর আমাদেরকে যা'কিছু দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের নিজ প্রতিক্রিয়া কেমন তা ভেবে দেখার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস প্রত্যেককে আহ্বান জানায়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি তাঁর কাছে কী নিয়ে আসতে পারি? আমার জীবনযাপন, দান ও সেবার মধ্য দিয়ে সেই কৃতজ্ঞতা কীভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে?

আমাদের ছেলেমেয়েরা সুন্দর কিছু শিখতে পারে যখন তারা আমাদের এভাবে জীবনযাপন করতে দেখে। তারা শেখে কৃতজ্ঞতা মুখে কোনকিছু বলার চাইতেও অধিক কিছু, এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমারা যা'কিছু ব্যক্ত করি তার অপেক্ষা অধিক কিছু। তারা দেখতে পায় যে, ঈশ্বর যে উপহারগুলি দিয়েছেন তা কেবল আমাদের নিজের জন্য নয়। আর তারা দেখতে পায় কীভাবে বিশ্বাস আমাদের সময়ের ব্যবহারের ধরণ, মানুষের সাথে আচরণ, সেবা করা ও অপরের সাথে সহভাগ করার ধরণ ও জীবনযাপনের পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারে।

এটাই, সর্বোপরি, আমাদের মণ্ডলীর লক্ষ্যের একটি অংশ: এমন এক উষ্ণ সহভাগিতা গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেকে ঈশ্বরের প্রেমের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর ও অন্যদের সেবা করার আনন্দ অনুভব করতে পারবে।

তাই যেহেতু ৪ঠা আক্টোবর কাছে এগিয়ে আসছে, আসুন ঈশ্বর আমাদেরকে যা'কিছু দিয়েছেন আমরা তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি। তাঁর প্রতি আস্থা রেখে, সেই কৃতজ্ঞতা যেন–আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব উপায়ে–আমরা তাঁকে যা উৎসর্গ করি, অপরের সাথে যা ভাগ করে নিই এবং আমরা নিজেকে যেভাবে বিলিয়ে দিই, এসবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আমাদের সমগ্র জেলার প্রেরিতবর্গ ও বিশপদের সাথে মিলিতভাবে, আমরা আপনাকে ও আপনার প্রেমের পাত্রদের একটি আশীর্ব্বাদপূর্ণ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকভাবে,

আরনড মারটিগ